আসুন আমরা সবাই মিলে
আর.এস.এস-কে
খতম করি

আসুন আমরা সবাই মিলে আর. এস. এস-কে খতম করি

হ্যাঁ বন্ধুগণ, আমরা যারা শুধু রাজনীতি করে জীবিকা নির্ব্বাহই করি না, গাড়ী করি, বাড়ী করি, নানা সূত্রে টাকা রোজগার করি, একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করি। আমাদের সামান্য আয় কিন্তু জীবনযাত্রার মান সম্পত্তির পরিমাণ যেখানে পৌঁচেছে সেটা রাজনীতির কল্যাণেই। রসিদ দাউদ হাজীদের অন্ধকার জগতের আশীর্বাদে আমাদের জীবনে এত আলোর ছটা। এই সূক্ষ্ম মারুকর্ম্মের রাজনীতিতে ডান বাম মধ্যপন্থা বলে কিছু নেই। এ ব্যাপারে আমরা ঐক্যপন্থী। শুধু জনগণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য মাঝে মাঝে দুর্নীতির অভিযোগ করে একটা পক্ষকে দেখিয়ে দিয়ে চেঁচামেচি করি। বড় বড় আদর্শের কথা বলে নিজেদের দুর্নীতিগুলো আড়াল করি কোনরকম যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শুধু এক একটা রাজনৈতিক দলকে আশ্রয় করে জনগণের ওপর বারো মাস ছড়ি ঘোরাই। আজ আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আর. এস. এস. কে খতম করে দিতে হবে। না পারলে আর. এস. এস. আমাদের দীর্ঘদিনের ব্যবসা লাটে উঠিয়ে দেবে। কারণ ওরা সত্যিসত্যিই আদর্শবাদী। ওদের চরিত্র আছে শৃঙ্খলাও ভীষণ। আদর্শের জন্য ওরা জীবন দেয়। কোন প্রলোভনেই ওদের কেনা যায় না। চরণ সিং-এর দলত্যাগের সময় তো আপনারা দেখলেন টাকার লোভে, মন্ত্রী হবার লোভে, আমরা জ্ঞানশূন্য হয়ে কি কাণ্ডটাই না করলাম। সব দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল কিন্তু শত চেষ্টাতে জনসংঘের একটা এম-পিকেও এদিক ওদিক করা গেল না। কেউ একটা অবান্তর কথা পর্যন্ত বলল না। এসব হচ্ছে আর. এস. এস-এর মারাত্মক ট্রেনিং-এর কুফল। জনতা দল যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন দেখুন আমরা সবাই বিবৃতি দিয়ে পরস্পরকে কাদা মাখিয়েছি, কিন্তু জনসংঘের মন্ত্রীরা, নেতারা নীরবে নিজেদের কাজ করে গেছে। আর. এস. এস. জুজুর ভয় দেখিয়ে জনতা দল থেকে জনসংঘকে বাদ দিয়ে দলটাকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত কি হল! নিজেরাই ফেটে চৌচির চারপায়া হয়ে প্রায় ডাস্টবিনের কাছে চলে এলাম। সবার দৌড় দেখে শেষে

ওরা ভারতীয় জনতা পার্টি করলো। আকারে, প্রকারে, শৃঙ্খলায় মর্য্যাদায় বিভিন্ন বিভিন্ন দলের মধ্যে ওরাই এখন সর্বেসর্বা। '৮৪-র নির্বাচনী ফল দেখে ওদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরবর্তী নির্বাচনী ফলাফল দেখলে বুঝতে পারবেন। ওদের শক্তি ঠিকই আছে। সাংবাদিকরাও বললেন বি-জে পিরই শুধু আদর্শ আছে, শৃঙ্খলা আছে। দলে গণতন্ত্র আছে এসব ওই আর. এস. এস. এর জন্যে। আর আমরা? দালাল-পাগল-বিশ্বাসঘাতক স্মাগলারদের এজেন্ট আরবের দালাল বিশেষণ নিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। এমারজেন্সির কথাই ধরুন আমরা যারা ইন্দিরার সঙ্গে ছিলাম তাদের কথা আলাদা, বাকীরা ছিলাম মোটামুটি জনগণের দ্বারা পরিত্যক্ত।

ইন্দিরার পুলিশ আমাদের জেলখানায় নিয়ে গিয়ে জাতে উঠিয়ে দিল। লড়াইও আমরা বিশেষ কিছু করিনি। কিন্তু জেলখানাতেই আমরা দেখেছি হাজার হাজার আর. এস. এস.-এর ছেলে সত্যাগ্রহ করে জেলে আসছে। আমরা বুড়োহাবরা পলিটিশিয়ান প্রায় রিজেক্টেড্। ইন্দিরা জেলে দিয়ে মর্য্যাদা বাড়িয়ে দিল। চুপচাপ থাকলে এমনিতেই কদিন পরে ছেড়ে দিতো। বাইরে বেরিয়ে আবার লাঠি ঘোরাতাম। আন্দোলন, সত্যাগ্রহ করলে কখনো ছাড়ে? কায়দা করে নিষেধ করেছি, আর. এস. এস. শোনেনি। দেশ দেশ করে এতোদিন ধরে লাফালাফি করছে ব্যাটারা, দেশ নিয়ে যে চমৎকার ব্যবসা করা যায়, তা আমাদের দেখেও শিখলো না। এগুলো জনগণও সব দেখেছে, আর আমাদেরও দেখছে। আমাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। এতদিন আমরা বেশ ভাগাভাগি করে চালিয়েছি। একটা কংগ্রেসকে লোকে চিনে ফেলেছে তো অন্য একটা কংগ্রেসকে তুলে ধরেছি, এখনো তাই করছি। রাজীব গেছে বিশ্বনাথ এসেছে। জনগণ খুশী। আমরা জানি উনি আমাদেরই মাল। তারপর চন্দ্রশেখর। কে না জানে উনি একটা পয়মাল। এবার নরসীমা বোকা বদমাইস। কিন্তু মাল কামানোতে ওস্তাদ। একটা কম্যুনিষ্ট পার্টি জনগণের চোখে ঘৃণিত হয়ে গেলে সেইসব মালই অন্য নামে এসে আবার জনগণের আপন হয়ে গেছি। পি. এস. পি. তে অসুবিধা হলে এস. এস. পি করেছি। তাতে কাজ না হলে সোস্যালিস্ট হয়ে গেছি। সবই আমাদের পার্টি, জনগণ ক্ষেপে গিয়ে যাকেই ভোট দিক আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু বিপাকে ফেলে দিয়েছে আর. এস. এস.। এরা একেবারে আলাদা জাতের, বহু চেষ্টাতেও আমরা ওদেরকে আমাদের লাইনে

আনতে পারলাম না, পঞ্চাশ সালে সর্দ্দার প্যাটেলকে দিয়ে চেষ্টা হয়েছিল ওদের কংগ্রেসে আনার। ওরা আসেনি। এলে মাথাটা মুড়িয়ে দেবার একটা চেষ্টা করতাম, হলো না। সাতাত্তরের পর আপ্রাণ চেষ্টা করলাম জনতা দলের মধ্যে মিশিয়ে ফেলতে, তাও পারলাম না। প্রকৃত আদর্শবাদী হওয়ার অনেক দোষ। শুধু দেশের ভালো বুঝবে কিছুতেই নিজের ভালোটা বুঝবে না। এমার্জেন্সীর পর গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ওরা পশ্চিম বাঙলায় সি. পি. এম-এর প্রার্থীদের নিয়ে ঘুরছে। ভোট দিতে বলেছে। দেশের ওপর কোনো প্রকারের আক্রমণ এলেই ওরা বলে, এখন আমরা একশো পাঁচ ভাই। আর. এস. এস. তাই এখন আমাদের সব দলের কাছেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। বারংবার উচ্চ পর্য্যায়ের চেষ্টা চালিয়েও আর. এস .এস কে সুবিধেবাদী রাজনীদির খোঁয়াড়ে ঢোকান সম্ভব হয়নি। নিয়মিত ট্রেনিংয়ের ফলে ওদের চরিত্রগুলোও খুব দৃঢ়। টাকা দিয়ে কিম্বা নেশা দিয়ে ওদের টলানো যায় না। প্রচলিত অস্ত্রগুলো ব্যর্থ হচ্ছে বলেই আমাদের আতংকটা আরও বেশী। কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে আর. এস. এস. কে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে পথে বসতে আমরা রাজী নই। আমদের নতুন অস্ত্র খুঁজে বার করতে হবে। আদর্শ, চরিত্র কিম্বা শৃঙ্খলা দিয়ে ওদের সঙ্গে আমরা কোন মতেই পেরে উঠবো না। দলটাকে বে-আইনী করেও লাভ হবে না। ইন্দিরা গান্ধীর মতো ধূরন্ধর শক্ত মহিলা বেআইনী করেও ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেননি। স্বৈরতন্ত্র সাম্প্রদায়িকতা বলে আমরা কম চীৎকার করেছি। আমরা শুধু চিরকাল অস্ফালন আর চিৎকারই করে যাচ্ছি। ওরা কিন্তু সব বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্য কোনোভাবে যখন ঠেকানো যাচ্ছে না তখন হিসেব করে বুদ্ধিমানের মতো একটা কাজই করতে হবে। তা হচ্ছে অপ্রচার। ব্যাপক অপপ্রচার। মারামারি করে ওদের খানিকটা ঠেকানো যেতো কিন্তু সেটা হবে ঘুমন্ত সিংহকে খোঁচা দেওয়ার মত বোকামী। আর. এস. এস. মারামারি করে না তাই রক্ষে। কিন্তু ওরা যদি একবার মারামারি শুরু করে তাহলে আমাদের সবার অবস্থা খুব করুণ হয়ে যাবে। কারণ এ ব্যাপারে ওরা শিক্ষণ প্রাপ্ত। সুতরাং পাকা ব্যবসাদারের মতো আমাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। একবার কেরালায় আমরা মারামারি করতে গিয়েছিলাম। ফল মোটেই ভালো হয়নি। মার খেয়ে শান্তির কথা বলতে হয়েছে। সুতরাং কেরালার অভিজ্ঞতা ভুললে চলবে না। আমরা জানি—

আমাদের সবাইকার বীরত্ব হচ্ছে, গলি সরু হবে, প্রতিপক্ষ একা নিরস্ত্র থাকবে, আমার সঙ্গে দল এবং লাঠি থাকবে, তবে আস্ফালন দেখাবো। গভর্ণমেণ্ট পুলিশ, সি-আর-পি, থানা সব আমাদের হাতে থাকলে আমরা এক একটা এ্যালসেশিয়ান, না থাকলেই ছাল ওঠা ঘেয়ো। হাতে ক্ষমতা ছিল, সেই সুযোগে আঘাত হানলো সি. পি. এম। আর. এস. এস-কে ঠিক চিনত না ওরা। তাই ইংরাজীতে যাকে বলে লেশন আর. এস. এস তাই দিয়ে দিল ওদের। আর. এস. এস-এর শক্তির উৎস সরকার নয় আদর্শ কর্মী। ওরা শাস্ত্রও বোঝে, অস্ত্রও বোঝে। ওরা বলে লজিক্যালি এবং ফিজিক্যালি, যে যেভাবে চান মোকাবিলা সেভাবেই হবে। কিছুদিন আগে এক গ্রামে সি. পি. এমের অঞ্চল প্রধান, তিনি আবার মুসলমান, একজন আর. এস. এস কর্মীকে বলে ফেললেন, এখানে ওসব চলবে না। দেখে নেবো। সংঘের ছোকরাটি গম্ভীরসে ব'লে দিল ঃ কোন্ স্টাইলে দেখবেন, কেরালা স্টাইলে না আলিগড় স্টাইলে? বেটাদের কথাবর্ত্তার ধরন দেখেছেন। সুতরাং সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। বাঁকা পথ ধরতেই হবে। বাঁকা পথে কব্জা করতে হবে ওদের।

ঠাণ্ডা মাথায় মিথ্যা প্রচারই হবে আমাদের একমাত্র হাতিয়ার। মহামান্য আদালত রায় দিয়েছিলেন গান্ধী হত্যার সঙ্গে আর. এস. এস-এর কোন সম্বন্ধ নেই। সেই সব আমাদের দেখবার দরকার নেই। দিবারাত্র বলুন আর. এস. এস. গান্ধীকে হত্যা করেছে। ইন্দিরা তাঁর রাজত্বকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তদন্তের জন্য একুশটা তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন, একটাতেও আর. এস. এস-কে জড়ানো যায়নি। তবুও আপনারা সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সঙ্গে আর. এস. এস-কে যুক্ত করে প্রত্যহ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিন। জামসেদপুরে তদন্ত কমিশন বসিয়ে চেঁচামেচি করেও ঠিক জমাতে পারলেন না। ফেঁসে গেলাম। কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হল। তথাপি বলতে ছাড়বেন না, যে আর. এস. এস-ই জামসেদপুরে দাঙ্গা বাধিয়েছিল। আজকাল আমাদের মিথ্যা বিবৃতি সংবাদপত্রে বিশেষ ছাপছে না বরং আর. এস. এস যা বলছে সেই সবই ছাপছে। অধিকাংশ ঘটনাই এখন আর. এস. এস-এর অনুকূলে চলে যাচ্ছে। ওদিকে নজর দেবার দরকার নেই। আর. এস. এস বেআইনী সংস্থা নয়, তবু বলুন আর. এস. এস একটা বেআইনী সংস্থা। ওতে কেউ যাবেন না। বলুন আর. এস. এস.-এর শাখায় গেলে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। আর. এস. এস. করলে চাকুরী হবে না, থাকলে চলে যাবে। দয়া করে এগুলো যেখানে সেখানে

বলবেন না। সারা দেশজুড়ে আর এস. এস-এর শাখা চলছে। হাজার সরকারী কর্মচারী সংঘের মধ্যে রয়েছে। আজ দেশে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নেই, যেখানে আর. এস. এস-এর লোক নেই। চোখের সামনে লোক দেখতে পাচ্ছে, সঙ্ঘের লোককে পুলিশ বড়ো একটা ধরেই না। নানারকম সমাজবিরোধী কাজের অপরাধে যখন তখন পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের পার্টির ছেলেদের। অন্ধ্রের প্রাক্তন আই. জি. রামচন্দ্র রেড্ডি সর্বত্র গলা ফাটিয়ে বেড়াচ্ছেন, আমি পঁয়ত্রিশ বছর ধরে পুলিশে কাজ করেছি, কিন্তু কোন অপরাধমূলক কাজে আর. এস. এস-এর কোন লোককে গ্রেপ্তার করার সুযোগ আমার হয়নি। সুতরাং সব জায়গায় সব কথা বলবেন না। যেখানে সঙ্ঘের লোক নেই, শাখা নেই সেইসব জায়গায় শুধু বলুন। প্রত্যেকটি মুসলীম পল্লীতে গিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করুন। বলুন আর. এস. এস. এসে গেল, আর. এস. এস. এসে গেলে মুসলমানদের শেষ করে দেবে। এতে একটা কাজ হবে, আমরা মুসলমান ভোটগুলো পেয়ে যাবো। মুসলীম লীগকে সবসময় হাতে রাখবার চেষ্টা করবেন। ওদের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। ওরা ভারত ভাগ করেছে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে হত্যা করেছে সব ঠিক কথা। কিন্তু এসব কথা যারা বলবে তাদের সাম্প্রদায়িক বলে চিৎকার করুন। হিন্দুরা বিশ্বাস করবে। কারণ এতদিন ধরে রাজনীতি করতে গিয়ে বুঝে গেছি হিন্দুতে আর ছাগলেতে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। নিজের ভাল পাগলেও বোঝে শুধু হিন্দুরা বোঝে না। তাই তো আমরা হিন্দুর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য দিই না। কোরানে গোহত্যা বাধ্যতামূলক নয় আমরা জানি। সংবিধানে গোহত্যা বন্ধের কথা আছে তাও আমাদের অজানা নয়। ১৯৫৯ সালে সুপ্রীম কোর্টের ফুলবেঞ্চ রায় দিয়েছে, ধর্ম্ম স্বাস্থ্য অর্থনীতি কোন দিক থেকেই ভারতে গোহত্যার কোন যৌক্তিকতা নেই। ১৯৮৩ সালে কোলকাতা হাইকোর্টে রায় দিয়েছে : গো কোরবানী ধর্ম্মসম্মত নয়। গরু কাটলে শতকরা পঁচাশী জন মানুষের প্রাণে লাগে। গণতন্ত্রের দিক থেকেও আমাদের গোহত্যার বিরুদ্ধে বলা উচিত। আমরা তা বলি না। বলি ওদের ধর্ম্মে আছে। খাবার জিনিস খাবে বৈকি। আহাম্মুক হিন্দুরা সেকথা বিশ্বাসও করে। সুতরাং এই বৃহৎ ছাগলাদ্য জাতিকে আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনি না। তাই মার্ক্সবাদী রূপে আমরা হিন্দুদের জন্য জিজিয়া করের মতো তীর্থকর ধার্য্য করেছি। গঙ্গাসাগর তীর্থ দর্শনে গেলে প্রত্যেকটি হিন্দুকে দশ টাকা তীর্থকর দিতে হবে। গান্ধীবাদী

কেন্দ্রীয় সরকার হিসাবে কোটি কোটি টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করেছি যাতে মুসলমানেরা বিমানে করে আরামে হজে যেতে পারে। দক্ষিণ ভারতের সব মন্দিরে আমরা জোর করে আয়কর আদায় করি। মুসলমানদের ওয়াকফ বোর্ডে আমরা কক্ষনো হাত দিই না। বারাসতে মাকালীকে পদাঘাত করেছি, কালীঘাটের পুরোহিতকে ঠেঙিয়েছি। আমরা জানি হিন্দু সমাজে এর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। এসবে ওরা অভ্যস্ত। আবার এও জানি পোপকে ভক্তি না দেখালে খৃষ্টানেরা ভোটে গণ্ডগোল করে দেবে তাই সেখানে ছুটে গেলাম। ন লক্ষ টাকা খরচ করে তাদের মনোরঞ্জন করলাম। ধর্ম্ম আফিং একথা শুধু আমরা হিন্দু পাড়ায় বলি। কারণ হিন্দুরা একথা শোনে। অন্য পাড়ায় গিয়ে একথা বললে পশ্চাদ্দেশে লাথি মারবে তাই তাদের ধর্ম্মকে রক্ষা করার কথা বলি। ডি সি বিনোদ মেহতাকে দিনেরবেলায় কারা খুন করলো জানি কিন্তু তার তদন্ত নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। কারণ মেহতা হিন্দু ছিল। হতভাগ্য হিন্দুর প্রাণের কানাকড়িও দাম দিই না আমরা। ৪৬ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে বার বার লক্ষ হিন্দু হত্যা করেছিল মুসলীম লীগ। ৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট লালকেল্লায় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা তুলতে গিয়ে স্বাধীনতার প্রথম দিবসে নেহেরুজী বললেন, সারা পৃথিবীর স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইতিহাসে আমরা নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করলাম। বিনা রক্তপাতে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করলাম। বার লক্ষ হিন্দুর প্রাণ এবং এক নদী রক্তের কোন মূল্য নেই রাজনৈতিক নেতাদের কাছে। হিন্দুরা এসব কথা মেনে নিয়েছে। তাই আমরাও ডি সি মেহতাকে উপেক্ষা করেছি। কিন্তু স্মাগলার হোক, খুনী হোক ইদ্রিসের সাত তাড়াতাড়ি বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করেছি। কারণ ইদ্রিস মুসলমান। কলিমুদ্দিন শামস মুসলিম কনফারেন্স বলে একটি মুসলীম সংগঠনের সভাপতি, মনসুর হবিবুল্লা মক্কার হজ করে এলেন। কংগ্রেসের এম-পি মৌলানা আসাদ মাদনী জমিয়ত-উল-উলেমা-হিন্দের সভাপতি, এ নিয়ে আমরা কখনো উচ্চবাচ্য করি না। কিন্তু সি. পি. এম কংগ্রেসের কোন নেতা কিম্বা কর্মী আর. এস. এস. অথবা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তা নিয়ে তোলপাড় করে দিই। কারণ হিন্দুকে একটা সমাজ হিসাবে, শক্তি হিসাবে আমরা গণ্যই করি না। আপনারাও করবেন না। সাম্প্রদায়িক এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে যান।

বাংলাদেশী মুসলমানে আসাম ভরে গেছে। এরাই কিছু আসামবাসীকে

বুঝিয়েছে, তোমরা অসমীয়া আমরা শুধু মিঞা। —মিঞাতে মিঞাতে আমরা তো ঠিকই আছি। আমাদের শত্রু বাঙ্গালী হিন্দু। তাড়াও, ওদের তাড়াও। বিহার পশ্চিমবঙ্গে কাতারে কাতারে বাংলাদেশ থেকে মুসলমান আসছে। অসুক চুপ মেরে থাকুন। হিন্দুপাড়ায় আজান দিলে, গোরু কাটলে, মেয়ে টেনে নিয়ে গেলে, কিম্বা হিন্দু বাড়ীতে ডাকাতি করে মুসলমান ধরা পড়লে সবসময় ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন। কারণ ওদের ব্লক ভোট। সুতরাং ওরা পরম পূজনীয় সংখ্যালঘু। অতএব সাতখুন মাফ। ওদের অন্যায় কাজে বাধা দিলে ভোটে অসুবিধা হবে। সেই কারণে ওদের সাম্প্রদায়িক কাজকর্ম চোখে পড়লেও চেপে যাবেন। তাতেই আমাদের লাভ। উল্টোপাল্টা আক্রমণ, কিম্বা সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ শুধু হিন্দুদের বিরুদ্ধে করুন। হিন্দু সেন্টিমেন্ট ব'লে এই পশ্চিমবঙ্গে কিছু নেই। বাংলাদেশ থেকে মার খেয়ে আসা হিন্দুদের হিন্দুত্বও আমরা ভুলিয়ে দিতে পেরেছি। গদী পাবার জন্য সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে আমরা ভারতকে ভাগ করেছিলাম, এসব কথা হিন্দুরা ভুলে গেছে। এখন আর. এস. এস-কে অহোরাত্র নাম সংকীর্ত্তনের মতো সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করুন। আনন্দমার্গের মড়ার খুলি নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য, কিম্বা আমরা বাঙ্গালীর সঙ্গে আর. এস. এস.-এর নাম যুক্ত করে দেওয়াল লিখন চালান। সবসময় লোককে বোঝাবার চেষ্টা করুন আমেরিকার সি আই এর কাছ থেকে আর. এস. এস. কোটি কোটি টাকা পায়, আর. এস. এস. কর্মীরা গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা নেয় এই মর্ম্মে প্রচার পত্র বিলি করুন। নিজেদের সবসময় প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক বলুন ক্ষতি নেই, কিন্তু ভুলেও মুসলীম এলাকায় হিন্দু প্রার্থী দেবেন না। হেরে যাবে। এ সবের একটা খারাপ দিক আছে ঠিক কথা, হতে পারে আমরা সব রাজনৈতিক দল মিলে মুসলীম সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আরেকটা পাকিস্তানের পটভূমি তৈরী করে ফেলিছ। অনুপ্রবেশ দেখে চোখ বুজে আছি। আরবের টাকায় ধর্মান্তর দেখেও দেখছি না। পরিবার পরিকল্পনা শুধু হিন্দুদের জন্যই বাধ্যতামূলক করেছি। কালিদাসের মতো যে ডালটায় বসে আছি, সেটাই কাটছি পরমানন্দে। জানি দেশটার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। অর্দ্ধেক ভারত তো গেছে, আবার যাবে, যাদের দেশ তারাই যখন কিছু ভাবে না আমরা রাজনীতি ব্যবসায়ীরা আগ বাড়িয়ে এসব কেন ভাবতে যাবো? আমাদের রাজনৈতিক দল মূলতঃ কমার্শিয়াল ফার্ম্ম। আনলিমিটেড ব্লাফ্ অফ্ লিমিটেড

কনসার্ন। আদর্শের বুলিটুলিগুলো বলতে হয়। কলগার্লেরা কসমেটিক দিয়ে মুখগুলো নিষ্পাপ রাখে না—আমাদেরও তাই। স্বাধীনতার পর থেকে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এইভাবে চালিয়ে এলাম। উদাসীন আশুতোষ কিম্বা নড়েভোলা জনগণ পেয়েছি বলেই না। মদ্য পান করে, মিথ্যা কথা ব'লে বিলাসী জীবন যাপন করে এদেশে আমরা গান্ধীবাদী দলের নেতৃত্ব করছি। পার্লামেণ্টকে শূয়োরের খোঁয়াড় বলে ধর্ম্মকে আফিঙ্ ব'লে আমরা এদেশে কমুনিষ্ট হয়েছিলাম, এখন এম. এল. এ. এম-পি হয়ে শনি-সন্তোষীর পুজো করে বিয়ের সময় পণ নিয়ে হাতে একগুচ্ছ মাদুলি পরেও আমরা প্রগতিশীল, ধর্ম্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক। আমাদের আদর্শ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। আমাদের সব কথা সব কাজই প্রগতিশীল।

কোলাব্যাঙের মতো নিরীহ, ঢোঁড়া সাপের মতো নির্বিষ জনগণ তৈরী করতে পেরেছি বলেই তো এই রাজনীতির ব্যবসা নির্বাধায় চালিয়ে আসতে পেরেছি এতদিন। নকশালরা একবার এসেছিল ঝামেলা করতে, আমরা তাদের অনেকটা শেষ করে দিয়েছি বাকীটা আমাদের ফর্ম্মায় ফেলে দিয়েছি। এখানে আমাদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে আর. এস. এস। ১৯২৫ সাল থেকে ওরা তলায় তলায় শক্তি সংগ্রহ করেছে। মিলিটারী, প্রশাসন, ছাত্র শ্রমিক, সাধুসন্তদের মধ্যে পর্যন্ত এরা ঢুকে পড়েছে। আর. এস. এস-এর প্রত্যেকটি কর্মী বিচ্ছিরি রকমের একরোখা আদর্শবাদী এবং গোঁয়ারগোবিন্দ। উচ্চশিক্ষিত আবার মিষ্টি স্বভাবেরও। প্রত্যেকটি পরিবারের সঙ্গে এরা গড়ে তোলে মধুর সম্পর্ক।

আমাদের বিপদটাও সেইজন্য বেশী। তাই আমরাও আর. এস. এস-কে মরণ কামড় দেবো ঠিক করেছি। ছেলেদের শাখায় যেতে বারণ করছি। জানি শাখায় গেলে ছেলেগুলো ভালো হতো, ভদ্র হতো। বিড়ি খেতো না, খিস্তি করতো না। একটা শান্ত মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতো। বাবা, মা, গুরুজন শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতো। রাজনৈতিক দলের শিকার হতো না। ছাত্র হলে মন দিয়ে পড়াশোনা করতো—সংঘের ছেলেরা যা করে থাকে। আপনারা তো জানেন, দেশ জুড়ে যে হুজ্জোতি চলে, চাঁদার জুলুম, খুনখারাপি, মারপিট, মাতলামি, ঘেরাও, বন্ধ, গ্রুপিং, দলীয় কোন্দল এর মধ্যে একটা আর. এস. এস-এর ছেলে দেখেছেন কখনো? দেখবেন না। এসব বৈপ্লবিক কাজে আমাদের প্রগতিশীল ছেলেরাই নেতৃত্ব করে থাকে। সকাল বিকেল খুঁজে দেখুন আর. এস. এস-এর ছেলেরা শাখার

মাঠে গিয়ে খেলা করছে ব্যায়াম করছে। দেশাত্মবোধক গান গাইছে। শিবাজী বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করছে। আর আমাদের ছেলেরা? রকে বসে ফুকফুক করে বিড়ি টানছে আর জুল জুল করে মেয়ে দেখছে, পুলকিত হলে সিটি মারছে। জেনুইন সিটিজেন যে। আমাদের হাতে তৈরী জিনিস। সন্ধ্যের পর এদের অনেককেই পাবেন সাট্টার ডেরায়। চুল্লু গাঁজার আড্ডায় কিম্বা মদের দোকানে। যতোই আমরা নেতাদের জয়ধ্বনি করি, সবাই জানে আমরা কি মাল। তাই দেশের যথার্থ বিপদে যুদ্ধের সময় কোন প্রধানমন্ত্রী আমাদের ডাকে না। ডাকে আর. এস. এস-কে। মনে মনে আমরা সবাই জানি আদর্শহীন, চরিত্রহীন, বিশৃঙ্খল এই দেশকে বাঁচাতে পারে একমাত্র আর. এস. এস।

আজকাল প্রায় সব দলের নেতারা এবং সমর্থকেরা আড়ালে বলতে শুরু করেছে, ব্যবসার জন্য সি পি এম কংগ্রেস কিন্তু বাঁচবার জন্য আর. এস. এস.। যে যাই বলুক ওসব ছেঁদো কথায় আমাদের কান দিলে চলবে না। আমরা নিরুপায়, দেশটাকে ভালো করতে গিয়ে দেশের ছেলেদের চরিত্রবান করতে গিয়ে আমরা আমাদের নিরাপদ লাভজনক ব্যবসাটা উঠিয়ে দিতে পারি না। বক্তৃতায় বলতে হবে, আজ দেশে নৈতিকতার সংকট দেখা দিয়েছে। দেশে চরিত্র বলে কিছু নেই। কিন্তু খুব সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হ'বে কোথাও যেন আদর্শবাদী চরিত্রবান, শৃঙ্খলাপরায়ণ যুবক তৈরী না হয়। তা'হলে আমাদের এই ফলাও কারবার একদিনে গুটিয়ে যাবে। এলোমেলো না থাকলে কি লুটেপুটে খাবার সুবিধে হয়? অতএব আমাদের স্বভাবের মধ্যে থাকা উচিত প্রচণ্ড আর. এস. এস. বিরোধীতা। জানি আমাদের কথায় আজকাল বিশেষ কাজ হচ্ছে না। জনগণ আমাদের বিশ্বাস করছে না, তবু আমরা অসহায়। সংঘের বিরুদ্ধে আমাদের অপ্রচার করতেই হবে। সবরকম রাজনৈতিক নেতা কর্মী বন্ধুদের কাছে অনুরোধ, যে যেখানে আছেন আর. এস. এস-এর বিরুদ্ধে অবিরাম অপপ্রচার চালিয়ে যান। মিথ্যা ভিত্তিহীন যা খুশী। আর. এস. এস. প্রতিবাদ করে না, সুতরাং সে সুবিধাটাও আমাদেরই।

এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করুন। বহু চেষ্টায় বহু পরিশ্রমে আমরা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে গোটা সমাজকে নীতি নামক আদর্শ নামক বস্তুটার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। আমরা শেখাতে চাইছি আদর্শবাদের কথা বলুন, সমাজের কথা বলুন, সমাজবাদ ছাড়া দেশ এগোতে পারে না বলুন, কিন্তু নিজের

এবং নিজের পরিবারের বাইরে জগৎটাকে এক্সপ্লয়টেশন ফিল্ড ভাবুন। সেখান থেকে খালি খিঁচে নিন, কমিয়ে নিন। আমরা তাই-ই নিচ্ছি। এখন ছেলেমানুষেও জানে বিনা ইন্‌ভেষ্টমেন্টে রাজনীতির চেয়ে ভালো ব্যবসা আর নেই। আর. এস. এস-এর ছেলেরা এসব ভালো কথায় একটুও কান দেয় না। তারা নাকি দেশটাকে পাল্টাবেই। আদর্শ দিয়ে, চরিত্র দিয়ে আজকের সমাজের পরিবর্তন আনবেই। এটাই ভয়ের কথা, অনিশ্চয়তার কথা। এমনিতেই আমাদের ব্যবসায়ী সিক্রেসী ফাঁস হয়ে গেছে। পাবলিকের কাছে এক্সপোজড্ হয়ে গেছি। নিত্য নতুন নতুন কেলেংকারীতে আমাদের মুখ দেখানোর উপায় থাকছে না। যে চরিত্র আমাদের লোকে দেখছে তাতে আর কিছুদিনের মধ্যেই যেখানে সেখানে আমাদের মাথায় চাঁটি মারবে আর বলবে—বারে পাগলা। এইরকম একটা খেলা আর. এস. এস-এর মাঠে হয়। আমাদের জন্য সারা দেশে সে খেলা শুরু হয়ে যাবে ভাবতে আতঙ্ক হচ্ছে।

আমাদের প্রত্যেকটি দলের ভেতরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আমাদের যে অস্ফালনটা লোকে এখনো দেখতে পাচ্ছে, ওটা মাতালের শেষ চীৎকারের মতো। কারণ আমাদের শক্তিটা অনেকটা মদ খাওয়ার শক্তির সঙ্গে তুলনীয়। চেঁচিয়ে লোক জোটানো যায় কিছুক্ষণ লম্পঝম্প করা যায় তারপর ড্রেনের ধারে কিম্বা রাস্তায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকা। তারও পরে শুধু নৈরাশ্য, অবসাদ। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে অলরেডি যা আক্রমণ করেছে। আর. এস. এস-এর শক্তি হচ্ছে দুধ খাওয়ার মতো। কেউ বুঝতে পারবে না কতটা খেয়েছে। কোন প্রকাশ নেই, কিন্তু সবার অলক্ষ্যে তৈরী হবে বল-বীর্য্য কান্তি। এদের নৈরাশ্য নেই, অবসাদ নেই। ওদের স্বয়ংসেবক তৈরী হয় আদর্শের দুধ খেয়ে! আমাদের যুবনেতা বড়ো হয় ক্ষমতার মদ খেয়ে। আমাদের রাজনৈতিক দল মানে মুসুরী-কলাইয়ের চাষের মতো। আজ আছে কাল নেই। ক্রান্তিদল, বাংলা কংগ্রেসকে মনে করতে কষ্ট হয়। আর. এস. এস. হচ্ছে তালগাছের মতো। একটা আঁটি ফেলে রেখে দিন, শুধু প্যাঁক বেরোতেই এক বছর। পাতা বেরোতে পাঁচ বছর। গাছটা বাঁচেও দুশো বছর। গালাগালি দিতে গিয়েও প্রশংসা করে ফেলেছি। উপায় নেই বুঝলেন। আপনারা তো বেশী খোঁজখবর রাখেন না দেশের। নিজের লাইনের খবরটাই শুধু রাখেন। কাকে ধরলে বদলি রদ হবে, প্রমোশন তাড়াতাড়ি হবে। লাইসেন্স, পারমিট পাওয়া যাবে। আর ওদিকে আর. এস. এস একখানা একখানা করে আমাদের পায়ের তলা থেকে

ভিতের ইঁট খুলে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদ, ছাত্র ফেডারেশন নিয়ে কানামাছি খেলছে। আর সারা ভারতের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দখল করে সর্ববৃহৎ ছাত্রসংগঠন হয়ে বসে আছে বিদ্যার্থী পরিষদ। এদের পিছনে কারা জানেন ওই আর. এস. এস। ভারতীয় মজদুর সংঘের নাম শুনেছেন? ভারতের প্রথম বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন এখন ভারতীয় মজদুর সংঘ। এদের পিছনে ওই সর্বনেশে আর. এস. এস.। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কথা তো জানেনই। পৃথিবী যেখানে হিন্দু আছে সেখানেই এদের শাখা। ভারতের যত গুরু, মহাগুরু, জগদগুরু, মহামণ্ডলেশ্বর সাধু সন্ন্যাসী মোহন্ত সব একত্রিত হয়েছেন এই বিশ্ব হিন্দু পরিষদে। এর কলকাঠিও ওই আর. এস. এস-এর হাতে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কি কাজটাই না করছে। মীনাক্ষীপুরমে আমাদের ভোটাররা মানে পরম পূজনীয় সংখ্যালঘু মহারাজেরা সাড়ে আটশো হরিজন হিন্দুকে টাকা পয়সা দিয়ে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে মুসলমান করে নিল। আমরা ভোটের মুখ চেয়ে চুপ মেরে বসে রইলাম। বিশ্বহিন্দু পরিষদ দু-তিনটে জগদগুরু এক দঙ্গল ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী নিয়ে গিয়ে ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাড়ে ছ'শোকে আবর হিন্দু করে নিল। শুধু তাই নয় তারপরেও ওরা কয়েক লাখের বেশী মুসলমান খৃষ্টানকে হিন্দু করে নিয়েছে। নিচ্ছে। এবার লেগেছে রাম জন্মভূমি নিয়ে। শুধু লেগেছে। উদ্ধার করে দখলে রেখেছে। সারা ভারতের হিন্দু সমাজ আজ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। রামচন্দ্রের জন্মভূমিকে এক বিশালতম এবং আশ্চর্যতম জীবন্ত তীর্থে পরিণত করতে চায় তারা। হাজার বছর ধরে হিন্দু শুধু তাদের মন্দির বিধর্মীদের হাতে ভগ্ন হতে দেখেছে দখল হতে দেখেছে। এই প্রথম একটি মন্দির উদ্ধার করে তাদের স্বাভিমান বোধ ফিরে এসেছে। আনন্দ এবং প্রেরণার জোয়ার বয়ে যাচ্ছে আজ হিন্দুর হৃদয়ে। দিল্লীর বোট ক্লাবে ৩০শে মার্চ আব্দুল্লা বোখারী আর কি বলেছে? যা বলেছে সব ভয় আর হতাশা থেকে। কারণ সবাই জানে রাম জন্মভূমি ওরা আর কোন দিন পাবে না। অযোধ্যায় ৫ই এপ্রিল ভারতের যত সাধু আর সন্নাসী আর লক্ষ লক্ষ হিন্দু ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধিয়েছিল। তারা শ্লোগান দিয়েছে ঃ শুনো শুনো ভারতবাসী, আব লেনা হায় মথুরা কাশী। অযোধ্যা কি জিত হামারী হ্যায় আব কৃষ্ণজন্ম ভূমি কি বারি হ্যায়।" আমরা চুপ করে আছি কারণ জনগণ ওদের পিছনে। তাই সবাই মিলে এতো কাণ্ড করেও ৬ই ডিসেম্বর ওদের রোখা গেল না। এতে আমরা চমকে

গেছি। কারণ তাতেও আর. এস. এস.। শুধু আমরা। সারা দেশের ঝানু রাজনীতিকেরা পর্য্যন্ত ঘাবড়ে চুন। অবস্থা বুঝতে পারছেন। আরো কত ভাবে যে আর. এস. এস. আমাদের সর্ব্বনাশ করে চলেছে, সব শোনবার দরকার নেই। শুনলে ঝিমিয়ে পড়বেন। আর. এস. এস বিরোধিতার উৎসাহই থাকবে না। পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। আমাদের ওপর মানুষের আস্থা নেই, মার্কসবাদী হিসাবে সারা ভারতে এ পর্য্যন্ত আমাদের পা রাখার জমি তৈরী হল না। দলাদলি, দুর্নীতি আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করে দিচ্ছে। মার্কসবাদী হিসাবে আমরা যে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় রয়েছি এটা দরকষাকষি কৌশল আর কংগ্রেসের ক্ষমতালোভের সুযোগ নিচ্ছি মাত্র। রশিদের সঙ্গে বড়বাবুর অন্তরঙ্গতা দেখে পাবলিক সি. পি. এম কে খিস্তি করেছে। কংগ্রেসের অবস্থা তো আরও খারাপ। লোকে বলছে রসিদের দল জ্যোতিবসু আর জ্যোতিবসুর দাস নরসীমা। আমরা আর. এস. এস-কে বেআইনী করে দিলাম। বি. জে. পি-কে মিটিং করতে দিচ্ছি না। পুলিশ দিয়ে পেটাচ্ছি। তবু কেমন করে জানিনা দেশে যেন হিন্দু হাওয়া চলছে। বি. জে. পি ওয়েভ। এসব করছে আর. এস. এস.। তারা মানুষের বাড়ী যাচ্ছে। স্বাক্ষর সংগ্রহ করছে। আমরা যা করছি তাতেই আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। প্রাণ খুলে সব কথা কাউকে বলতে পারছি না। বিবেকের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। পচাপুকুরে কচুরীপানার মতো আমাদের অস্তিত্ব। লক্ লক্ করছে সবুজ পাতা। ফুলফুর করছে ফুল। কিন্তু কারো মাটি পর্যন্ত শিকড় নেই। ওই আছে একটুখানি দাড়ির মতো। নির্বাচন হলেই জনগণ আমদের ঝুঁটি ধরে পাড়ে তুলে রেখে দেবে। দু'দিন পরে শুকিয়ে ফট্‌কা হয়ে যাব। এই জটিল পরিস্থিতিতে আমাদের কাজ করতে হবে। দেশদ্রোহীরা এই অবস্থার সুযোগ নিতে চাইছে। ফারুক আবদুল্লা অনুপ্রবেশকে আইনসিদ্ধ করার জন্য আইন-পাশ করছে। আরবের টাকা খালিস্থান আন্দোলনকে মদত্ দিচ্ছে। প্রত্যক্ষ সাহায্য করছে পাকিস্তান। শিখদের ট্রেনিং দিচ্ছে। কাশ্মীর আজ পাকিস্তানপন্থী ভারত বিরোধীদের লীলাভূমি। তাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য আমরা ৩৭০ ধারায় কাউকে হাত দিতে দিচ্ছি না। আমাদের কৌশল অনেকেই ধরতে পারেনি। নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম এবং পুরো উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করে খৃষ্টানী চক্রান্ত চলছে। রাজ্যগুলোকে তারা বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে। রাজ্যের স্বীকৃতি দিয়েও বিদ্রোহ তারা থামাচ্ছে না। চান্স পেলেই হত্যাকাণ্ড করে চলেছে। কাশ্মীরের মতো তাদেরও

স্পেশ্যাল স্ট্যাটাস। মিজো ছাড়া মিজোরামে কেউ জমি কিনতে পারে না। নাগাল্যাণ্ডেও তাই। এখন মেঘালয় বিশেষ মর্য্যাদা চাইছে। অন্য ভারতীয়দের মেরে তাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় শুধু হিন্দু মরেছে। গত ৬ই আগষ্ট ১৯৯৯ তারিখে আর. এস. এসের চার কার্যকর্তাকে ত্রিপুরার ধলাই জেলার কাঞ্চনছড়ার কল্যাণ আশ্রম থেকে অপহরণ করে মেরেছে খৃষ্টানেরা। চট্টগ্রামে বিজয় রাংখেলের হেডকোয়ার্টার ছিল। চট্টগ্রাম থেকে হাজারে হাজারে হিন্দুরা পালিয়ে এসেছে ত্রিপুরায়। খৃষ্টানে মুসলমানে সর্বত্র মারছে হিন্দুদের। আমরা সব জানি। ধর্মনিরপেক্ষতার ভণ্ডামী করে আমরা এই বিষবৃক্ষ রোপণ করেছি, তাই আমরা এখন নীরব দর্শক ও সমর্থক। এই পরিস্থিতিতে বুক টান করে বিরোধিতা করছে একমাত্র আর. এস. এস। খালিস্থান আন্দোলনকে আত্মসাৎ করতে পারে ওরাই। হিন্দু সেন্টিমেণ্টটা জাগাতে পারলেই শিখ বিচ্ছিন্নতা ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে। এর আগে শিখিস্থান আন্দোলনকে বৃহত্তর ডাইমেনশান দিয়ে স্তিমিত করেছিল ওরাই। শিখিস্থান আন্দোলনের নেতা মাষ্টার তারা সিং ভ্রান্তি বুঝে আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। এদিকে বি. জে. পি এখন শাসন ক্ষমতায়। প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ অধিকাংশই আর. এস. এস-এর প্রচারক ছিলেন। যখন চারটে রাজ্য ছিল তাদের শাসনে, আমরা অবৈধভাবে সেগুলো ভেঙে দিলাম। পরে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট বলেছে ভাঙা অন্যায় হয়েছে ওদের ক্ষমতা ফিরিয়ে দাও আমাদের মুক্তকচ্ছ অবস্থা। নরসীমা বলেছেন না ক্ষমতা ফিরিয়ে দেব না। পাবলিক হাসছে। এতকাল মুসলমানদের খেপিয়েছি। এখন দেখছি মুসলমানেরা অনেকেই বি. জে. পিতে যোগ দিচ্ছে। সবাই কেমন করে বুঝে গেছে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ আর. এস. এস-এর। বড় বড় নেতারা আর. এস. এস-কে তীব্র আক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছে না। আমাদের মত কিছু উন্মাদ ছাড়া সবাই এখন আর. এস. এস-সম্পর্কে হিসেব করে সমঝে কথা বলছে। এই জটীল অসহ্য পরিস্থিতি আমাদের সামনে। এ অবস্থায় আমরা কি করতে পারি। অথচ একটা কিছু করতেই হবে। আমরা অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দিচ্ছি নিশ্চিত ভোটের জন। ওরা অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে দিচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীদের তালিকা প্রস্তুত করেছে। ওরা এতো নিষ্ঠুর সত্যগুলো অহোরাত্র বলে চলেছে যে জনগণ ক্রমশঃই ওদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গেও গোপনে আর. এস.

এস-এর শাখা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব হন্দু পরিষদের বেনামা সভায় সভায় উপচে পড়ছে ভীড়। আমাদের প্রত্যেকটি দল থেকে ব্যাপকভাবে কর্মী চলে যাচ্ছে। নানা স্বার্থের কারণে যারা দলে রয়ে যাচ্ছে তারাও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। সেকুলারিজমের নাম করে আমরা যে হিন্দুর সর্বনাশ করে চলেছি এটা দলের বহু কর্মী ধরে ফেলেছে। সব দলেই এখন প্রশ্ন উঠছে নির্বিচার মুসলমান তোষণ কেন? মুসলীম ভোট বয়কট করলেও ভারতের রাজনীতিতে কিছু এসে যায় না, আসামের নির্বাচনের পর এটা অনেকেই বুঝতে পারছে। বি. জে. পি-কে কোন মুসলমান ভোট দেয়নি। তাতে সরকার গঠনে কোন বাধা হয়নি। সরকার গঠন করে অত্যন্ত কৌশলে তারা বিদেশী বাংলাদেশী মুসলমানদের বিতাড়ন করছে। অন্য জায়গায় বিতাড়িতরা জমি কিনতে পারে ভেবে আসামে জমি হস্তান্তর নিষেধ আইন পাশ করেছে। ভুল করে কিম্বা অন্য কোন উদ্দেশ্য দুচারজন বাঙ্গালী হিন্দুর ওপর নোটিশ জারী হলে তা নিয়ে আমরা বাজার গরম করছি। সব উদ্দেশ্য নিয়ে করছি। আসলে মুসলমানদের আসামে রাখাই আমাদের লক্ষ্য। হিন্দু মরলে কিম্বা হিন্দুদের তাড়ালে আমরা কোনদিনই কিছু বলি না। ওতে আমাদের কিছু এসে যায় না; যারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাঁচতে জানেনা কথায় কথায় মারমুখী হতে পারেনা ব্লক ভোট দিতে শেখেনি তাদের রক্ষার দায়িত্ব আমাদের নয়। তাই চট্টগ্রাম থেকে চাকমা হিন্দুদের মারলে তাড়ালে আমরা চুপ করে থাকি। বাংলাদেশ হিন্দুদের মারলে কোন কথা বলি না। মরিচঝাঁপিতে যে উদ্বাস্তু হিন্দুরা সাপের সঙ্গে লড়ে বাসযোগ্য চাষযোগ্য জমি তৈরী করল মাছের ভেড়ী তৈরী করল নির্ম্মম ভাবে আমরা এই বামফ্রণ্টের লোকেরা পুলিশ দিয়ে ক্যাডার দিয়ে তাদের তাড়িয়েছি। এখন সেই সব অঞ্চল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমানে ভরে গেছে। আমরা চুপ করে থাকলে কি হবে ওরা চিৎকার করে দুনিয়া মাত্ করে দিচ্ছে। ওরা বলছে "ন হিন্দুর্পতিতো ভবেৎ"। হিন্দু যাই করুক সে পতিত হয় না। বলছে "ন হিন্দুবিদেশী ভবেৎ।" হিন্দু পৃথিবীর যেখান থেকেই আসুক সে বিদেশী নয়। এটা তাদের মাতৃভূমি। মুসলমানেরা তাদের দেশ বুঝে নিয়েছে। তারপর এখানে আসা মানে উদ্দেশ্য নিয়ে আসা। এটাকেও মুসলীম রাষ্ট্র বানাবার চক্রান্ত নিয়ে আসা। এসব কথার প্রত্যেকটি শব্দ সত্য তাই লোকে বিশ্বাস করছে। হিন্দুরা ক্রমেই সচেতন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। প্রমাণ হাজার রকম চেষ্টা করে বাধা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও আমরা ইঁট পুজো ঠেকাতে পারিনি। সারা

দেশে হিন্দুর জাগরণ চোখে পড়ছে সকলের। এই সব ঘটনা আমাদের অস্থির করে দিচ্ছে। হিন্দুর জাগরণ মানে আমাদের সর্বনাশ এই সোজা কথাটা আমাদের বুঝতে হবে। সংখ্যালঘু জাতপাত হরিজন এই সব বিভেদের সুযোগ নিয়েই তো আমাদের রাজনীতির ব্যবসা। ব্যবসা ঠেকাবার জন সংরক্ষণ নিয়ে আবার হৈ চৈ শুরু করে দিলাম। না করলে অসুবিধা। সুতরাং সংকীর্ণতা প্রাদেশিকতা অস্পৃশ্যতাবর্জ্জিত ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজ মানে কি? আমাদের মৃত্যু। সেটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। তাই হিন্দু সংগঠনগুলোকে প্রতিরোধ করার জন্য সব রকম কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমরা কোন ব্যাপারেই একমত হতে পারি না। নিজেদের দলের মধ্যেও বিরোধ। ক্ষয়রোগে আমরা সকলেই আক্রান্ত ঠিক কথা। কিন্তু আর. এস. এস-এর বিরোধিতায় আমরা সব দল দ্রুত ঐক্যবদ্ধ হতে পারি এ ঐতিহ্য আমাদের পুরোনো। অতএব শয়তানের মতো আমাদের বিনিদ্র থাকতে হবে। আমাদের সব শয়তানী ধরা পড়ে গেছে কিন্তু আমাদের থামার উপায় নেই। মুসলমানেরা অংশগ্রহণ না করলেও আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিতে হবে। শ্যাম বাজারের মোড়ে হিন্দু মেয়েদের দিয়ে রাখী পরিয়ে দিতে হবে দাড়িওলা মুসলমানদের হাতে। ছবি ছাপা হবে। লোকে হাসাবে। ব্যাঙ্গ করবে। কিন্তু কি করা যাবে? কর্মী সমর্থকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না। বুঝতে পারছি অন্যায় হচ্ছে ভুল হচ্ছে। সব রাজনৈতিক দল মিলে দেশটাকে ধ্বংসের কাছাকাছি এনে ফেলেছি। তবু আমাদের এই অন্যায় অপকর্ম চালিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ বন্ধুগণ, আমরা অভিজ্ঞতা থেকেই শিখেছি হিন্দু সমাজের সর্বনাশ সাধন, এবং মুসলমানদের নির্বিচারে তোষণ করেই আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা। সুতরাং আমাদের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে, ভারতবর্ষে হিন্দুদের সংগঠন যাতে শক্তিশালী না হয় তা দেখার। হিন্দুরা যদি সংঘবদ্ধ হয়, তারা যদি মুসলমানদের মতো ব্লক ভোট দিতে শিখে যায়, হিন্দু স্বার্থ রক্ষা না করলে ভোট দেবো না এই মানসিকতা যদি একবার দানা বেঁধে ওঠে তাহলে আমাদের সব বুজরুকি শেষ হয়ে যাবে। অতএব, চক্ষু লজ্জার কোন বালাই না রেখে আমাদের আর. এস. এস. বিরোধিতা করতে হবে। হিন্দু সমাজকে কোন ভাবেই সংগঠিত হতে দেওয়া চলবে না। তারজন্য খৃষ্টান মুসলমানদের সর্ব প্রকার সুযোগ আমরা দিয়ে চলেছি। মাদার টেরেসা ও মিশনারীদের অন্যায় অপরাধ দেখেও না দেখার ভান করছি। দেখছি দ্রুতগতিতে

হিন্দু সংগঠন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সেটা আমরা কিছুতেই হতে দেবো না। কারণ দীর্ঘদিন ধরে ভারতের সমাজ জীবনে আমরা রাজনৈতিক দলেরা যে নীতিহীনতার, আদর্শহীনতার নরক রচনা করে মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসে আছি, ক্ষমতার ভাঙা কাঁঠালে নোংরা নীল মাছির মতো ভনভন করছি, আদর্শবাদী লোক এলেই তাকে হয় তাড়িয়েছি নয় মেরে ফেলেছি। নেতাজীকে তাড়িয়েছি লালবাহাদুর, শ্যামাপ্রসাদ, দীনদয়ালকে হত্যা করেছি। আমাদের এই ট্র্যাডিশন ভেঙে দিতে এসেছে আর. এস. এস। তাই আর. এস. এস-কে চূর্ণ করা আমাদের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের পবিত্র কর্তব্য। বারবার জোড়াতালি দিলে একই মাল নানা নামে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। সরকার গড়ছি। জনগণকে তাপ্পি দিয়ে যাচ্ছি। আর. এস. এস. কর্মীরা সব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আর. এস. এস. কর্মী দেখলেই এড়িয়ে যান। চলে গেলেই আড়ালে সাম্প্রদায়িক, ফ্যাসিস্ট, প্রতিক্রিয়াশীল দাঙ্গাবাজ বলুন। শব্দগুলো বলে বলে ভোঁতা হয়ে গেছে, তবু এছাড়া বলার কিছু নেই। ওগুলোই বলুন। অনেক দলের কর্মী এক জায়গায় হলে সুর করে বলুন। শ্লোগান দিন। সবাই মিলে আপনারা উঠে পড়ে লেগেছিলেন কিন্তু কিছুদিন ধরে দেখছি আপনারা একটু থিতিয়ে গেছেন। আগের মতো আর. এস. এস. বিরোধিতায় আর উৎসাহ নেই। তাই অপপ্রচার যেন একটু থেমে গেছে। কিন্তু কোন কারণেই থামলে চলবে না। সুতরাং চিৎকার, প্রচার, চেঁচামেচি, গোলমালকে আরো বাড়াতে হবে। এই গোলমালের কুজ্ঝটিকায় আর এস. এস-কে ঢেকে ফেলতে হবে। তাদের খতম করে দিতেই হবে। কারণ এ আমাদের প্রত্যেকটি গলিত পচনশীল, আদর্শহীন, দুর্নীতিগ্রস্ত স্বার্থপর রাজনৈতিক দল ও নেতার বাঁচার লড়াই। এ লড়াই জিততে হবে। কিন্তু মনে হচ্ছে আর বোধহয় জেতা যাবে না।

সহযোগ রাশি ঃ ৪.০০ টাকা